# কৃষি আদালত আইন-২০১৩: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

**এ কে এম মাসুদ আলী**
**ইনসিডিন বাংলাদেশ**

কৃষি ও কৃষকের প্রতি যে আপরাধ সংঘটিত হয় তা অনেকের কাছেই যথাযথ গুরুত্ব পায় না; কারণ কৃষি ও কৃষক জাতীয় অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও তাদের কণ্ঠস্বর ও দৃশ্যমানতা আজ অস্পৃয়মান। তথাপি, মহাজোট সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে কৃষি ও কৃষকের অধিকার অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। গণমুখী ও কৃষকবান্ধব আইনী কাঠামো প্রবর্তন একারণে মহাজোট সরকারের কাছে আজ একটি জরুরী অগ্রাধিকার। জনপ্রিয় এই গণদাবী পূরণের মাধ্যমে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের জন্য ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে প্রস্তাবিত কৃষি আদালত আইন ২০১৩।

## প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনীয়তা:

দেশে প্রচলিত আইনী ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ও আইনী খরচের তুলনায় আইনী প্রতিবিধানের অপ্রতুলতার পরিপ্রেক্ষিতে, কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ বিরোধ ও বিপত্তি হয় আদালতে পৌছায় না বা আদালতে যথাযথ গুরুত্ব পায় না। কৃষি জমি নিয়ে বিরোধ সমূহ, বিদ্যমান আইনী মামলার সিংহভাগ। প্রচলিত আদালত ব্যবস্থা সাধারণ ভূসম্পত্তি কেন্দ্রিক বিরোধ হিসাবে কৃষি জমি সংক্রান্ত মামলাকে আমলে আনায়, কৃষি জমি নিয়ে বিরোধ কৃষি ও কৃষককে যে বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্থ করে (যেমন বিরোধের ফলে বা আইনী প্রতিবিধানের ভিত্তিতে কৃষি জমি অকৃষিখাতে চলে যাওয়া বা কৃষি মৌসুমে জমি কর্ষন ও ফলনে ব্যবহার করতে না পারা প্রভৃতি) তা আদালতিক প্রক্রিয়া আমলে আনতে পারছে না।

এর পাশাপাশি কৃষি উপকরণে ভেজাল, কৃষি শ্রম নিয়ে বিরোধ বা কৃষি পণ্যের বাজারে কৃষকের সাথে ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধ প্রভৃতি কৃষি ও কৃষকের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয় হওয়া স্বত্তেও বিদ্যমান আইন ও আদালতের কাছে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে প্রতিভাত হয় না। কৃষি ও কৃষকের খাদ্যনিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রসঙ্গ নাগরিক হিসাবে আজ সময়ের দাবী আকারে সামনে চলে আসলেও, আইন ও আদালত তার প্রচলিত কাঠামোয় এই দাবী মিটাতে পারছে না। পর্যাপ্ত জনবলের আভাব- প্রান্তিক অবস্থানে থাকা কৃষক-সাধারণের বিচার প্রার্থনাকে গুরুত্বের-নিম্নস্তরে রাখতে বাধ্য করছে। কাজেই দেখা দিয়েছে, কৃষকের জন্য উপযোগী ও কৃষকের প্রতি আগ্রহী বিশেষ বিচার কাঠামো প্রবর্তনের। কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠা- সময়ের এই জরুরী দাবী মিটানোর একটি কার্যকর মাধ্যম হিসাবে এ কারণেই সামনে চলে এসেছে।

কৃষি উৎপাদন বজায় রাখা এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার কথা বিবেচনায় রেখে কৃষি উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষিখাতে ভেজালের বিস্তার ও প্রতারনার কারণে ক্ষুদ্র কৃষক পর্যায়ের উৎপাদনকে ব্যহত করছে। কৃষি উপকরণ যেমন বীজ, সার, বালাই নাশক ও কীটনাশকের বাজারে ভেজালের কারণে দেশের কৃষকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তেমনি ব্যহত হচ্ছে কৃষি উৎপাদন। খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। ভেজাল ও নিম্নমানের কীটনাশক পরিবেশ দূষন ও জনস্বাস্থ্যের উপর গুরুতর হুমকী সৃষ্টি করছে ও কৃষক পর্যায়ে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করছে। ভেজাল ও নিম্নমানের বীজ,সার,কীটনাশক বা কৃষি যন্ত্রের ত্রুটি জনিত ক্ষতি প্রতিবিধানের যথাযথ আইনী কাঠামো নেই– ফলে কৃষক ক্ষতিপূরণ ও ন্যায় বিচার বঞ্চিত হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, বানিজ্যিকভাবে কৃষিজমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইনী নিয়ন্ত্রণের অভাব ও নগরায়নের চাপে মাথাপিছু কৃষিজমির পরিমাণ দিনদিন কমছে। আর কৃষিজমির অধিকার নিয়ে বাড়ছে বিরোধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষিভুমি কেন্দ্রীক বিরোধই গ্রামীণ সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। কৃষিভূমি কেন্দ্রীক বিরোধসমূহ যেগুলো

আপোষ বা সহজে নিষ্পত্তিযোগ্য সেগুলো নিয়ে আর দেওয়ানি আদালত পর্যন্ত না গিয়ে সহজে আইনগতভাবে সমাধানের উপায় থাকা প্রয়োজন। কৃষিজমি অবৈধভাবে অকৃষিখাতে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা রোধকল্পেও আইনি ব্যবস্থা কৃষক পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

একইভাবে বিদ্যমান আইনে কৃষি-সংক্রান্ত অপরাধসমূহকে হয় আমলেই আনা হয় না অথবা যথাপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয় না:

- কৃষকের গাছ, মাছ বা গবাদিপশু হত্যা বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বিদ্যমান আইন যথাপযুক্ত ক্ষতিপূরণের বিধান করতে পারে না।
- কৃষি পণ্য গুদামজাতকরণে ত্রুটি বা পরিবহণ বা বিপনন ক্ষেত্রে প্রতারণা বা চুক্তিভঙ্গের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্যও নেই হালনাগাদ আইনী প্রতিবিধান।

## প্রস্তাবিত কৃষি-আদালতের কাঠামো:

প্রস্তাবিত কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, এযাবতকালে বিশেষ বেঞ্চ বা আদালত প্রতিষ্ঠার যে সব নজির রয়েছে তা অনুসরণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন নিরোধ (২০০৩/৫) ও মানব পাচার নিরোধ আইন (২০১২) প্রভৃতি আইনের আওতায় যে বিশেষ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা উদাহরণ হিসাবে কৃষি-আদালতের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর সুবিধার দিক হলো; এটি নতুন পূর্ণাঙ্গ আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও প্রশাসনিক দায়ভার হ্রাস করবে। কারণ একটি বিশেষ বেঞ্চ এক্ষেত্রে "কৃষি আদালত" হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। প্রাথমিকভাবে জেলা পর্যায়ে কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারিত করার বিধান রাখা যেতে পারে।

কৃষি আদালতের বৈশিষ্ট্য থাকবে নিম্নরূপ:

- শুধু কৃষি কেন্দ্রীক বিষয়াদি বিবেচনা করবে
- কৃষকদের জন্য সহজগম্য হবে
- শ্রম আদালতের মতো সহজ ও ব্যয়-সাশ্রয়ী আইনিকাঠামো হবে যাতে কৃষকরা ন্যায়বিচার পেতে পারে
- কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে
- স্বল্পতম সময়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে বিচার প্রার্থীকে দীর্ঘসূত্রিতা থেকে রেহাই দেবে
- কৃষির সাথে যুক্ত পক্ষসমূহকে (কৃষক, কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, কৃষকের সাথে চুক্তিভিত্তিক কৃষিউৎপাদনে নিয়োজিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারিখাত ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতর) বিচারের আওতাভুক্ত করার ক্ষমতা সম্পন্ন হবে
- দোষী ব্যক্তির শাস্তির বিধানের পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যথাপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তীর বিধান থাকবে
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ থাকবে

## প্রস্তাবিত কৃষি-আদালতের এখতিয়ারঃ

সাধারণভাবে কষি আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধ নিস্পত্তির সুযোগ না থাকলেও, এই আদালতের হাতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিরোধের যে অংশটুকু কৃষিকে ঘিরে (ক্ষেত-খামার, জলা প্রভৃতি) তাকে আমলে আনার ও দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ার আওতায় বিদ্যমান ফৌজদারি ও দেওয়ানি বিধানের মাধ্যমেই প্রতিবিধান প্রদানের ক্ষমতা রাখা যেতে পারে। একইভাবে কৃষি উৎপাদন, কৃষি উপকরণ, কৃষিজ সম্পদ, কৃষি পণ্য, পরিবেশ ও কৃষি-শ্রমকে ঘিরে যদি কোন অপরাধ সংঘঠিত হয় (অর্থাৎ প্রতারণা, চুক্তিভঙ্গ, চুরি, সম্পদ ধ্বংস, অবৈধ দখল, অবৈধ আত্মসাৎ, অবৈধ উচ্ছেদ, উপকরণে ভেজাল প্রভৃতি কৃষি সংক্রান্ত বিরোধ যা বিদ্যমান আইনে "অপরাধ" হিসাবে আমলে আনা হয়)- সে সকল অপরাধ মিমাংসার/ প্রতিবিধানের এখতিয়ারও এই আদালতের হাতে রাখা যেতে পারে। তবে বিদ্যমান আইনী কাঠামোয় গুরুদন্ডযোগ্য (মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন প্রভৃতি) যে সকল গর্হিত অপরাধকে আমলে আনা হয় - তার প্রতিবিধান (এমনকি কৃষি সংক্রান্ত হলেও) কৃষি আদালতের আওতায় আনা যাবে না।

কৃষি আদালত যেহেতু নতুন একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেকারণে এটি কেবলমাত্র বিদ্যমান আইনী প্রতিবিধানের মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে, কৃষি সংক্রানত্ অপরাধ সমূহকে সুস্পষ্টকরণের ও কৃষির জন্য অতিআবশ্যক আইনী সুরক্ষার বিধানের সুযোগ নিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য বিশেষ আইনী ধারা সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে- প্রস্তাবিত "কৃষি আদালত আইন-২০১৩" কৃষি ও কৃষকের জন্য পরিপূর্ণ সুরক্ষা ও আইনী প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারবে:

(ক) কৃষি উপকরণ ভেজাল নিরোধ ও মান নিয়ন্ত্রণ;
(খ) কৃষিভূমি সুরক্ষা;
(গ) কৃষি শ্রম ও মজুরী,
(ঘ) কৃষি উৎপাদন, সেবা ও বিপনন চুক্তি সংক্রান্ত
(ঘ) কৃষি পরিবেশ ও জৈব সম্পদ সুরক্ষা
(ঙ) কৃষি অপরাধ দমন

## প্রস্তাবিত কৃষি-আদালতের বিচার্য্য বিষয়ঃ

কৃষক স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকল্পে উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রস্তাবিত কৃষি আদালতের বিচার্য্য বিষয় হতে পারে-

**ক.** কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষি শ্রমিকের প্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃত অধিকার প্রাপ্তিতে বিরাজমান সমস্যা ও তার প্রতিকার
**খ.** কৃষি কাজে ব্যবহৃত উপকরন সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যাগুলো বিবেচনায় নিয়ে তার সমাধান
**গ.** কৃষকের কৃষি কাজের ক্ষেত্রে সকল ধরনের অপরাধ (কৃষি যন্ত্রপাতি চুরি ও ক্ষতিগ্রস্ত করা, কৃষকের প্রাণী সম্পদ, মাছ, গাছ, বন ও ফসল ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত করা, কৃষকের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার জন্যে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা
**ঘ.** কৃষি উপকরণের ভেজাল, ত্রুটি ও নিম্নমানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের ক্ষতিপূরণ সর্ম্পকিত বিষয় বিবেচনায় নেয়া
**ঙ.** কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষি শ্রমিকের মজুরি প্রাপ্তিতে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান

**চ.** কৃষি কাজে কৃষকের সেবা (সম্প্রসারণ সেবা, ঋণ, তথ্য ইত্যাদি) প্রাপ্তির বিষয়ে আমলে নেয়া, এক্ষেত্রে কোন ধরনের গাফিলতি চিহ্নিত হলে তা বিবেচনায় নিয়ে দায়িত্ব অবহেলার দায়ে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা

**ছ.** মওসুম ভিত্তিক ফসল গুদামজাতের ক্ষেত্রে প্রতারনা বা জালিয়াতির কারণে যদি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা বিবেচনায় নেয়া

**জ.** সেচ ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত সুযোগ না পাওয়ার কারণে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা বিবেচনায় নেয়া ।

**ঝ.** কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে হাট বাজার, খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় ব্যবস্থায় পরিমাপজনিত প্রতরণার বিষয়ে বিবেচনায় নেয়া ।

**ঞ.** কৃষি উপকরণ বিক্রয়কারীকে বাধ্যতামূলক বিক্রয় রশিদ ও উপকরণের গুনাগুন সম্বলিত ঘোষনা প্রদানের ব্যর্থতা বিবেচনায় নেয়া ।

অর্থাৎ কৃষককে খামার, মাঠ, অবকাঠামো, উপকরণ, সেবা ও বাজার - সার্বিকভাবে কৃষিক্ষেত্রের প্রতিটি অঙ্গনেই ন্যায় বিচার প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

## সার্বজনীনতা ও আইনী প্রাধান্যঃ

কৃষি আদালত কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগতভাবে কৃষককে রক্ষা বা সেবা প্রদান করবে না। যেহেতু কৃষির সাথে জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তার প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত; সেহেতু কৃষি আদালত সমগ্র জাতিকেই অতিবজরুরী সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রদান করবে। কৃষি আদালতে নারী-পুরুষ ও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল কৃষকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হলেই কেবলমাত্র জাতীয় পর্যায়ে কৃষকের অপরিসীম অবদানের যথাযথ আইনী স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভবপর হবে। তবে ন্যায় বিচারের স্বার্থে, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। সর্বশেষে, এই আইনে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে, অপর কোন আইন যদি কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পোত্তির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত কৃষি আদালত আইন-২০১৩'র সাথে সাংঘর্ষিক হয়- তবে প্রস্তাবিত কৃষি আদালত আইনটিই আইনী প্রাধান্য বজায় রাখবে।

-সমাপ্ত-